!বিদয়াত থেকে সাবধান

মূলঃ
শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
(রাহেমাহুল্লাহ)

বাংলা

বিদয়াত থেকে সাবধান!

মূলঃ
শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
(রাহেমাহুল্লাহ)

ভাষান্তরঃ
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার
রিয়াদ সৌদী আরব
পোঃ বক্স ১৫৪৪৮৮ রিয়াদ ১১৭৩৬ ফোন ৪৩৯১৯৪২ ফ্যাক্স ৪৩৯১৮৫১

التحذير من البدع

(البنغالية)

١ – حكم الاحتفال بالمولد النبوي.

٢ – حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

٣ – حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

٤ – تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد.

لسماحة الشيخ/

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(رحمه الله تعالى)

ترجمة: محمد عبدالرب عفان

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة بالرياض.

ص.ب: ١٥٤٤٨٨ الرياض:١١٧٣٦ الهاتف:٤٣٩١٩٤٢ الفاكس:٤٣٩١٨٥١

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরয

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

আল্লাহ তায়ালার প্রতি সহস্র সিজদায়ে শুকর, যাঁর তাওফীকে বিংশ শতাব্দির একজন মুজাদ্দিদ, সৌদী আরবের প্রধান মুফতী ও বুখারী শরীফসহ বহু হাদীসের হাফেজ মাননীয় শায়খ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহেমাহুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ চারটি রিসালার তথা "আত তাহযীর মিনাল বিদা" অনুবাদ শেষ করে পৃথিবীর প্রায় ২৫ কোটি বাংলাভাষীর সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ হয়েছে।

শায়খ বিন বায রাহেমাহুল্লাহু কুরআন, সহীহ হাদীস ও প্রখ্যাত ইসলামা মনীষীদের গবেষণার মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণ করেছেন যে, মীলাদুন্নাবী, শবে বরাত ও শবে মিরাজ উদ্‌যাপন করা বিদয়াত কেননা এগুলির রাসূলুল্লাহ থেকে এবং সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের সনদ প্রাপ্ত সালাফে সালেহীন থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপ তিনি মাসজিদে নববার কথিত খাদেম শায়খ আহমাদের নামে যে ভ্রান্ত অসীয়তনামা প্রচারিত হয়েছে তার যথোচিত জবাবও দিয়েছেন। আমি উক্ত চারটি বিষয়ের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধী করত: এগুলির বাংলায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন অনুভব করে

নিজের অযোগ্যতা জ্ঞান করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী সমাজ যেহেতু এসব বিদয়াতে ব্যাপকভাবে নিমজ্জিত তাই এর অনুবাদে মনোনিবেশ করি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যদি একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দেন তবেই শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টারের মাননীয় পরিচালক শায়খ আব্দুল লতীফ বিন মুহাম্মাদ আল-আব্দুল লতীফ যিনি এর অনুবাদে উৎসাহ দান করেন এবং এটি প্রকাশ করেন। তারপর পাণ্ডুলিপি দেখে পশ্চিম বঙ্গের মুকাম্মাল হক সাহেব ও কম্পিউটার কম্পোজ সহ ছাপার সার্বিক দায়িত্ব পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টারের অফিস সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে সাহেব পালন করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে এর সংকলক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সমস্ সহযোগীদের উত্তম ও উপযোগী প্রতিদান দান করুন। আমীন।।।

অনুবাদক

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান

রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রথম প্রবন্ধ

কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মীলাদুন্নাবী উদ্‌যাপনের হুকুম

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। অতঃপর রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ,তাঁর বংশধর, সাহাবা ও তাঁর হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

মীলাদুন্নাবী (মীলাদ মাহফিল) অনুষ্ঠান, উক্ত অনুষ্ঠানে কিয়াম এবং (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি (অভিনব পন্থায়) সালাম পেশ ও এগুলি ব্যতীত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্য যা কিছু করা হয় তার হুকুম সম্পর্কে বহু বার প্রশ্ন করা হয়েছে। অতএব এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলোঃ

মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষে কোন কিছু উদ্‌যাপন করা নাজায়েয। এটি একটি দ্বীনে নবাবিস্কৃত-বিদয়াত। কেননা রাসল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং চার খলীফা ও তাঁরা ব্যতীত অন্য সাহাবীগণ (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) এবং সততার সনদ প্রাপ্ত যুগের অনুসারী উত্তরসরীগণও তা উদ্‌যাপন করেননি, অথচ তাঁরা ছিলেন সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ, রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের প্রতীক এবং তাঁরা পরবর্তীদের তুলনায় ছিলেন তাঁর আনিত শরীয়তের সর্বাধিক অনুসারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوْ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি শরীয়তে নব প্রথা সৃষ্টি করল যা তার অর্ন্তভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী-মুসলিম)

তিনি অন্য হাদীসে বলেন: "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং তা দৃঢ়তার সাথে দাত দ্বারা মজবুত ভাবে এবং তোমরা দ্বীনের নয়া নয়া বিষয় হতে সাবধান থেকো, কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নব প্রথাই বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী" (হাদীসটি কাজী আয়াজ স্বীয় "আশশিফা" গ্রন্থে ইরবাজ বিন সারিয়া থেকে একটু বেশী বর্ণনা করেন "প্রত্যেক গুমারাহী-পথ ভ্রষ্টতা জাহান্নামে"।

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বিদয়াতের উদ্ভাবন ও তার প্রতি আমলের ব্যাপারে কঠোর ভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেন:

﴿ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক"। (সূরা হাশর: ৭) তিনি আরো বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সাবধান হওয়া উচিৎ, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি।" (সূরা নর:৬৩) এবং আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً ﴾.

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ।" (আহযাব: ২১)

তিনি আরো বলেন:

﴿وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তা মহা সাফল্য।" (তাওবা:১০০) তিনি আরো বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (মায়িদা:৩)

এ বিষয়ে কুরআন মাজিদে বহু আয়াত রয়েছে।

এ সমস্ত মিলাদ মাহফিল নতুনভাবে আবিস্কারের ফলে মনে হয় আল্লাহ যেন এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেননি এবং রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর উম্মতের জন্য যা কিছু করণীয় তা বলে দিয়ে যাননি; পরিশেষে এই পরবর্তীবর্গ আল্লাহর শরীয়তে তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, যার তিনি কোন অনুমতি দেননি, এমন কিছু আবিস্কার করে বসল। যা নি:সন্দেহে মহা বিপজ্জনক, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন

এবং তাদের প্রতি নেয়ামত সমহকেও পরিপর্ণ করে দিয়েছেন।

রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে সব কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি উম্মতকে জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার এমন কোন পথ নেই যে, তা তিনি বর্ণনা করেননি, যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে: আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নাবীকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যা কল্যাণকর মনে করবেন তা তাদেরকে বর্ণনা করবেন এবং তাদের জন্য যা অকল্যাণকর মনে করবেন তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করে দিবেন"। (সহীহ মুসলিম)

আর সর্বজনবিদিত কথা হলো, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম, উম্মতের হিতাকাংক্ষী ও তাবলীগ বা প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি পরিপর্ণতার মর্তপ্রতীক, খাতামুল আম্বিয়া বা নবীদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হত, যে দ্বীনের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রাজী-খুশী, তবে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন, বা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে করতেন বা তাঁর সাহাবীগণ করতেন। সুতরাং যখন তেমন কিছু তাদের যুগে

ঘটেনি তবে বুঝা গেল তা অবশ্যই ইসলামের অর্ন্তভুক্ত নয়; বরং তা নবাবিস্কৃত বিষয় সমূহের অর্ন্তভুক্ত, যে বিষয়ে রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমন পর্বের হাদীস দুটিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীস দ্বয়ের মত আরো বহু হাদীস রয়েছে, যেমন জুমআর খুৎবায় রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "...আর নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো, আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়েত (ত্বরীকা) হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত (ত্বরীকা), সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো নবাবিস্কৃত বিষয় (বিদায়েত) এবং প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী (পথভ্রষ্টতা)"। (সহীহ মুসলিম)

এই বিষয়ে বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে।

উল্লেখিত ও অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে একদল ওলামায়ে কেরাম মীলাদ মাহফিলকে স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন।

পরবর্তীকালের কেউ কেউ মীলাদ মাহফিলে যদি গর্হিত-অপছন্দনীয় যেমন, রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে সীমালংঘন, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি শরীয়ত বহির্ভূত কাজ না থাকে তবে তা জায়েয বলেছে এবং তারা ধারণা করে যে, এটি বিদয়াতে হাসানা।

শরীয়তের নীতি হলো: মানুষ যে সব বিষয়ে ঝগড়া-মতভেদ করবে সে সব বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দিবে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পারকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে শাসকবর্গ রয়েছেন; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও রাসলের দিকে। আর এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (নিসা: ৫৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (সরা: শরা:১০)

অতএব, আমরা আলোচ্য মাসয়ালা তথা মীলাদ মাহফিল উদযাপনের ব্যাপারটি যদি আল্লাহর কিতাবের দিকে

প্রত্যাবর্তণ করি, তবে আমরা দেখব যে, তা আমাদেরকে রাসল যে শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার অনুসরণ করার এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকার আদেশ করে, এবং আমাদেরকে খবর দেয় যে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপর্ণ করেছেন। আর এ মীলাদ মাহফিল ঐ শরীয়তের অর্ন্তভুক্ত নয়, যে শরীয়ত নিয়ে রাসল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। সুতরাং তা ঐ দ্বীনের অর্ন্তভুক্ত হবে না যে দ্বীনকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর যদি আমরা এই বিষয়টিকে রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করি তবে আমরা তাঁর সুন্নাতে খুঁজে পাব না যে, তা তিনি পালন করেছেন বা তিনি এর আদেশ করেছেন বা তাঁর সাহাবীগণ পালন করেছেন। অতএব, আমরা এ থেকে অবগত হলাম যে সেটি কোন দ্বীনের অর্ন্তভুক্ত নয় বরং তা নবাবিস্কৃত এবং তা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উৎসব সমূহের সাদৃশ্যের অর্ন্তভুক্ত।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা সামান্য অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সত্য গ্রহণে আগ্রহী ও সত্যান্বেষণে যার নিরপেক্ষতা রয়েছে, তার নিকট পরিস্কার হয়ে উঠবে যে মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন দ্বীন ইসলামের অর্ন্তভুক্ত নয় বরং তা নবাবিস্কৃত বিদয়াত সমূহের অর্ন্তভুক্ত যা আল্লাহ এবং তাঁর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিত্যাগ করার ও তা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তির চতুর্দিকের অধিকাংশ মানুষের কতকর্মে ধোকায় পতিত হওয়া উচিৎ নয়; কেননা সত্য কখনও অধিকাংশের কৃতকর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না বরং সত্য সাব্যস্থ হবে শরীয়তের দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

"আর তারা বলে, ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটি তাদের মিথ্যা আশা। বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"(বাকারা: ১১১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" (আনআম:১১৬)

এ সমস্ত মীলাদ মাহফিল বিদয়াত হওয়ার সাথে সাথে তা অন্যান্য গর্হিত ও শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকান্ড থেকেও মুক্ত নয়। যেমন নারী- পুরুষের সংমিশ্রণ, গান- বাজনা, নেশা ও মাদক দ্রব্য সেবন ব্যতীত নানা ধরণের গর্হিত কাজও হয়ে থাকে এমনকি কখনও কখনও সেখানে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয় বড় শিরকও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কোন ওলীর ব্যাপারে সীমালংঘনের মাধ্যমে। যেমন তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্য চাওয়া , তিনি গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানেন তা বিশ্বাস রাখা ইত্যাদি। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ মাহফিলে এবং তিনি ব্যতীত যাদেরকে তারা আউলিয়া অভিহিত করেন তাদের আস্তানায় উরশের নামে এ ধরনের কুফরী কাজে নিয়োজিত রয়েছে বহু মানুষ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

"তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করা থেকে সতর্ক থাক। কেননা তোমাদের পর্বে যারা ছিল দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" (মসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: "তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা কর না যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালামরে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিল। আমি একজন বান্দা, সুতরাং তোমরা (আমার ব্যাপারে) বল: আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" (সহীহ বুখারী)

অত্যাশ্চার্যের বিষয় হলো: বহু লোক পরিশ্রম করে স্বতস্ফুর্ত ভাবে এই বিদয়াতী অনুষ্ঠান সমহে অংশগ্রহণ করে এবং এর বিরোধী প্রতিবাদ করে থাকে; আর আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি যে জুময়া এবং জামায়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব করেছেন তা থেকে সে পিছে থাকে এবং এ ব্যাপারে সে গাফেল, আর মনেও করে না যে সে বড় অন্যায় কাজ করছে। নি:সন্দেহে এটি দুর্বল ঈমান ও অন্দর্দৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহ খাতার ফলে অন্তরে মরিচা লাগার প্রভাব। আমরা এগুলি থেকে আল্লাহর নিকট আমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য পরিত্রাণ কামনা করি।

আরো আশ্চার্যের বিষয় হলো: ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে কেউ মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন; এই জন্য তারা তাঁর জন্য

সালাম ও স্বাগত জানিয়ে দণ্ডায়মান (কিয়াম করে) হয়ে যায়। এটি বড় ভ্রান্ত এবং জঘন্য মুর্খতার অন্তর্ভুক্ত; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবর থেকে কিয়ামতের পূর্বে বের হবেন না। মানুষের মধ্যে কারো সাথে কোন যোগাযোগ করবেন না, না তাদের ইজতেমায় (অনুষ্ঠানে) হাজির হবেন, বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরেই অবস্থান করবেন। তাঁর রূহ বা আত্মা তাঁর প্রতিপালকের নিকট দারুল কিরামের ইল্লিয়্যীনের উচ্চাসনে বিরাজ করছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ﴾

"এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে। অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে।" (সূরা মুমিনন:১৫-১৬)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমার কবর ফাটত হবে, আর আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই হব সুপারিশ মঞ্জুর হওয়ার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি"। তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এই মর্মে যত আয়াত ও হাদীস রয়েছে সব গুলি প্রমাণ করে যে নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তিনি ব্যতীত যত মৃত ব্যক্তি রয়েছেন সবাই একমাত্র কিয়ামতের দিন উত্থিত হবেন। আর এ ব্যাপারে (হকের উপর প্রতিষ্ঠিত) সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

অতএব, প্রত্যেক মুসলামানের এ সমস্ত ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও এদের মত যারা নানা ধরনের বিদয়াত ও কুসংস্কার প্রচলন করে যার কোন ভিত্তি আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেননি তা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহই সহায়তা কারী। তারই উপর ভরসা এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত স্বীয় অবস্থা থেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা করো নেই।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম সমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তা সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾

“আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফিরিশ্তাগণও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে

মুমিনগণ! তোমরা নাবীর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।" (আহযাব:৫৬)

এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার অনুগ্রহ করবেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযা ও ইবনে মাজাহ)

দরূদ পড়া সর্বাবস্থায় বৈধ। আর প্রত্যেক নামাযের শেষে তাগীদ রয়েছে বরং একদল উলামায়ে কিরামের নিকট প্রত্যেক নামাযের তাশাহহুদের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া ওয়াজিব এবং অনেক স্থানেই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ তার মধ্যে আযানের পর, তাঁর নাম উচ্চারিত হলে এবং জুমআর দিনে ও রাতে যার প্রমাণ বহু হাদীসে রয়েছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে তাঁর দ্বীন বুঝার ও তার প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার এবং বিদয়াত থেকে সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে সবার প্রতি অনুগ্রহ করেন। তিনি সর্বোত্তম দাতা ও দয়ালু।

আর আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।!!!!

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মিরাজ উদ্‌যাপনের হুকুম

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ।

ইস্‌রা ও মিরাজ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি বড় নিদর্শন যা তাঁর রাসল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও আল্লাহর নিকট তাঁর বড় মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, তেমনি তা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত এবং তিনি যে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপরে রয়েছেন তা প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿ سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.﴾

“পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি

করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (বানী ইসরাঈল:১)

মুতাওয়াতির সত্রে (বহু বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতার সূত্রে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর আকাশ সমূহের দিকে উর্দ্ধাগমন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জন্য আকাশ সমূহের দরজা খুলে দেয়া হয় এমনকি তিনি সপ্তম আকাশ অতিক্রম করেন, অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে ইচ্ছামত কথা বলেন এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

আল্লাহ তায়ালা প্রথমতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন, অতঃপর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উক্ত সংখ্যা থেকে) কমানোর জন্য আল্লাহর নিকট বারবার দরখাস্ত করেন, যার ফলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ করে দেন। তাই উক্ত পাঁচ ওয়াক্তই ফরয কিন্তু প্রতিদানের দিক দিয়ে তা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান, কেননা নেকী দশগুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অতএব, যাবতীয় নেয়ামতের ফলে আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

ইসরা ও মিরাজ কোন রাত্রে সংঘটিত হয়েছিল সহীহ হাদীসসমহে তার কোন নির্ধারণ নেই। আর যা কিছু এর নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট তা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে সুসাব্যস্ত নয়।

মিরাজের তারিখ মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। এর তারিখ যদি নির্ধারিতও থাকত, তবুও সে তারিখে মুসলমানদের বিশেষ কোন ইবাদত এবং কোন অনুষ্ঠান জায়েয হত না। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর জন্য কোন অনুষ্ঠান করেননি এবং তা কোন কিছু উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত করেননি। যদি শবে মিরাজ উদ্‌যাপন কোন জায়েয কাজের অন্তর্ভুক্ত হত তবে অবশ্যই রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে তা বর্ণনা করে যেতেন। আর এ ধরনের কোন কিছু ঘটলে তা অবশ্যই জানা যেত এবং তা প্রসিদ্ধি লাভ করত এবং তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আমাদের নিকট নকল করতেন। কেননা সাহাবায়ে কেরাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে উম্মতের যা প্রয়োজন সব কিছুই নকল করেছেন, দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরা সামান্যতমও শিথিলতা করেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেক কল্যাণজনক কাজের দিকে অগ্রগামী ছিলেন। অতএব, শবে মিরাজ উদ্‌যাপন যদি শরীয়ত সম্মত হত, তবে সে দিকে তাঁরাই সবার অগ্রগামী হতেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অর্পিত আমানত আদায় করেছেন।

অতএব, শবে মিরাজের সম্মান ও তার আনুষ্ঠানিকতা যদি দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হত তবে এ ক্ষেত্রে তিনি উদাসিন থাকতেন না এবং তা গোপনও করতেন না। অতএব, যখন এগুলি কোন কিছু সংঘটিত হয়নি বুঝা যায় যে শবে মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা ও তার মর্যাদা জ্ঞাপন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন ও অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন এবং এ দ্বীনের মধ্যে যে ব্যক্তি নতুন কিছু প্রবর্তণ করবে যার তিনি অনুমোদন দেননি তাকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পর্নাঙ্গ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (মায়িদা: ৩) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

"তাদের কি এমন শরীকরাও আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?

ফয়সালা ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত, নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা: শরা:২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস সমূহে বিদয়াত থেকে হুশিয়ারী ও বিদয়াত মাত্রই গুমরাহী বা পথভ্রষ্ঠতার বর্ণনা সাব্যস্ত রয়েছে; এবং এগুলিতে রয়েছে উম্মতের জন্য বিদয়াতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কবাণী ও বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া থেকে হুশীয়ারী, তার মধ্যে যেমন বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে কোন নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে:

"যে ব্যক্তি এমন এক আমল করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুময়ার খুৎবায় বলতেন:

(আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের পর), "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হল আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর সর্বোত্তম

হেদায়েত (ত্বরীকা) হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত (ত্বরীকা)। নিকৃষ্টতম বিষয় হল বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।"

সুনান হাদীস গ্রন্থ সমূহে রয়েছে এরবায বিন সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী এক ভাষণ দিলেন এতে (আমাদের) হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠল, চোখ অশ্রুস্নাত হয়ে পড়ল, অতঃপর, আমরা বললাম, ইয়া রাসলাল্লাহ! এ যেন মনে হচ্ছে বিদায়ীর ভাষণ, অতএব আমাদের কে ওসীয়ত করুন। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদেরকে অসিয়্যত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনা ও মানার , যদিও তোমাদের নির্দেশ দাতা গোলামও হয়। আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবলম্বন করবে। আর তা অত্যন্ত মজবুত ভাবে দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরবে দ্বীনের বিষয়ে নয়া নয়া বিষয় তথা বিদয়াত থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা সব নয়া জিনিসই বিদয়াত, আর সব ধরনের বিদয়াতই গুমরাহী। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযা, ইবনে মাজাহ ও হাকেম) এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এবং তাঁদের পর সালাফে সালেহীন থেকে বিদয়াত হতে

হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন সাব্যস্ত রয়েছে। আর তা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ব্যতীত আর কিছু নয় এবং আল্লাহ যার অনুমতি দেননি তার প্রবর্তণ ও তা আল্লাহর শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতির স্বীয় দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও নয়া নয়া জিনিসের উদ্ভাবের মত, আল্লাহ তায়ালা যার অনুমতি দেননি। এতে দ্বীন ইসলামের ঘাটতি এবং অসম্পর্ণতার অপবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আর সর্বজনবিদাত যে এটি বড় ধরনের ফাসাদ, জঘন্য ও পরিত্যাজ্য জিনিস এবং তা ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ (মায়েদা:৩) আল্লাহর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক (পরিপন্থী), এবং তা রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদয়াত থেকে সতর্ককারী এবং বিরতকারী হাদীস সমহের স্পষ্ট পরিপন্থী।

আশা করি সত্যান্বেষীর জন্য শবে মিরাজ উদযাপনের এই বিদয়াত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আলোচ্য প্রমাণাদী পরিতপ্তকারী, সতর্ককারী ও যথেষ্ট হবে। যাতে নিশ্চয় দ্বীনের বিন্দুমাত্রও অংশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য একে অপরের কল্যাণ কামনা, তাদের জন্য আল্লাহ দ্বীনের যা কিছু প্রবর্তণ করেছেন তা বর্ণনা করা ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বীনী ইলম গোপন করাও হারাম, তাই আমি দেশে দেশে প্রচলিত এই বিদয়াত যাকে কতিপয় মানুষ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করে এ থেকে মুসলমান ভাইদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করি।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সমস্ত মুসলমানের অবস্থা সংশোধন করেন, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাদেরকে এবং বিশেষ করে তাদেরকে (যারা বিদয়াতে লিপ্ত) সত্য আঁকড়ে ধরা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সত্য পরিপন্থি বিষয় থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তিনি এ ব্যাপারে অধিপতি এবং তার উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ, সালাম ও বরকত দান করুন।

তৃতীয় প্রবন্ধ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে বারাত উদ্‌যাপনের হুকুম

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপর্ণ করেছেন ও আমাদের উপর নেয়ামত তথা অনুগ্রহকে সুসম্পর্ণ করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর নাবী ও রাসূল তাওবা ও করুণার নাবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (মায়িদা:৩) এবং আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾

"তাদের কি এমন শরীকরাও রয়েছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আলাহ দেননি?" (সূরাঃ শরা:২১)

বুখারী-মুসলিমে রয়েছে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে আমাদের এই দ্বীনে নয়া প্রথা আবিস্কার করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি এমন এক আমল করল যার উপর আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জুময়ার খুৎবায় বলতেনঃ (আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি জ্ঞাপনপর) "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) আর সর্বোত্তম হেদায়াত (ত্বরীকা) হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত (ত্বরীকা)। নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।"

এগুলি ব্যতীত এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আর এগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাঁর নেয়ামত তথা অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করেছেন।

দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর নাবীর মৃত্যু দান করেন। তাই তো তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের সব কিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর ইন্কািলের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ বিষয় নতুন ভাবে আবিস্কার করে দ্বীন ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করবে তা সম্পূর্ণই বিদয়াত, যা তার আবিস্কারকের দিকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদিও তার উদ্দেশ্য ভাল হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইসলামের মনীষীবর্গও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, তাই তাঁরা এই সমস্ বিদয়াতকে অপছন্দ এবং তা থেকে সতর্ক করে সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদয়াতের অগ্রহণীয়তা বিষয়ে কিতাব লিখেছেন, যেমন ইবনে ওজ্জাহ, ত্বারতুশী, আবূ শামাহ প্রমখ।

কতিপয় লোক, যে সমস্ বিদয়াত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ই শাবানের রাত্রি বা শবে বরাতের বিদয়াত একটি। এই তারিখকে রোযার জন্য নির্দ্ধারিত করার এমন কোন দলীল নেই যার উপর নির্ভর করা জায়েয। এবং শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে যঈফ বা দুর্বল যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করাও জায়েয নয়।

আর শবে বরাতের নামাযের ফজীলত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সমস্ই মওজু বা জাল। যেমন এ ব্যাপারে

সতর্ক করে দিয়েছেন বহু উলামায়ে কেরাম। তাদের কিছু কথা অতিসত্বর উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

এ বিষয়ে শাম (সিরিয়া) ও অন্যান্য ইলাকার কতিপয় সালাফে সালেহীন থেকেও বর্ণনা এসেছে।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মত:

শবে বরাত উদ্‌যাপন করা বিদয়াত, এর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সমস্ হাদীসই যঈফ, এবং কতিপয় মওযু বা জাল। জমহুর উলামার মধ্যে ইবনে রজব তার "লাত্বাইফুল মারিফ" কিতাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেনঃ ঐ যঈফ হাদীস সমূহ ইবাদতে আমল যোগ্য যার মল সহীহ হাদীস সমূহে সাব্যস্। আর শবে বরাত উদযাপনের জন্য এমন কোন সহীহ হাদীস নেই, যার ভিত্তিতে যঈফ হাদীসে তৃপ্ত হওয়া যাবে। আবূল আব্বাস শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ সত্রটি বর্ণনা করেন।

প্রিয় পাঠক! কতিপয় উলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

মানুষ যে সব মাসয়ালায় মতভেদ করবে সে মাসয়ালাকে আল্লাহর কোরআন ও রাসলের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিবের ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম একমত পোষন করেছেন। অতএব, কুরআন ও হাদীসে যে সব ফয়সালা রয়েছে বা উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে যে বিধান রয়েছে

তাই শরীয়তের অর্ন্ভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যে সব মাসয়ালা কুরআন হাদীস বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আর যে ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা বিদয়াত। দাওয়াত ও তাবলীগে এবং সে বিষয়ে প্রশংসা অর্জনের জন্য তা পালন করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً﴾

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে শাসকবর্গ রয়েছেন; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও রাসূলের দিকে, এটিই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (সূরা নিসা:৫৯)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা: শরা:১০)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ﴾

"বল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আল ইমরান: ৩১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পন না করে ; অতপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা:৬৫)

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে, আর তা মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা গুলিকে কোরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং উভয়ের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করে; নিশ্চয় সেটি ঈমানেরই দাবী ও বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর। "এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট"।

হাফেজ ইবনে রজব রাহেমাহুল্লাহ তাঁর ”লাত্বায়েফূল মাআরিফ“ কিতাবে এ মাসয়ালায় তাঁর পূর্বোল্লেখিত কথার পর বলেনঃ “শামের তাবেয়ীগণ যেমনঃ খালেদ ইবনে মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবনে আমের প্রমূখ শবে বরাতের সম্মান করত এবং তাতে ইবাদতের জন্য পরিশ্রম করত এবং তার ফযীলত ও মর্যাদা বহুলোক তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে , এমন কি কথিত রয়েছে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ে ইসরাঈলী ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পৌঁছে। অতঃপর যখন তা তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে তখন লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাই তাদের মধ্যে কেউ তা গ্রহণ করে এবং তার মর্যাদার ব্যাপারে তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে; তাদের মধ্যে আহলে বসরার (আহলে ইরাকের) একদল আবেদ ও অন্যরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

হিজাযের অধিকাংশ (মক্কা-মদীনা এলাকার) উলামায়ে কিরাম এটাকে অপছন্দ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলোঃ আত্বা ও ইবনে আবি মুলাইকা, আর এটি আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম আহলে মদীনার ফকীহদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। এটি ইমাম মালেকের অনুসারী ও অন্যান্যদেরও মত এবং তারা বলেনঃ শবে বরাতের সব কিছুই বিদয়াত।

আহলে শামের উলামায়ে কিরাম শবে বরাত পালনের পদ্ধতি নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথমঃ (যারা শবে বরাত উদযাপন বৈধ মনে করে তাদের প্রথম দলের মত) উক্ত রাত মসজিদে জামায়াত বদ্ধ ভাবে উদযাপান করা মুস্তাহাব। খালেদ বিন মাদান, লোকমান বিন আমির প্রমূখ ব্যক্তিগণ শবে বরাতে উত্তম পোশাক পরিধান, সুগন্ধী ও সুরমা ব্যবহার এবং মসজিদে রাত্রি যাপন করতেন। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন এবং তিনি জামাআতবদ্ধ ভাবে মসজিদে উক্ত রাত্রি যাপনের ব্যাপারে বলেন:এটি বিদয়াত নয়। হারব কিরমানী তার মাসায়েল কিতাবে সেটি উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ঃ (যারা শবে বরাত উদ্‌যাপন বৈধ মনে করে তাদের দ্বিতীয় দলের মত) শবে বরাতে মসজিদে নামায, কিসসা কাহানী ও দোয়া - প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়া মাকরূহ আর একাকী নিজে নিজে নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। এটি আহলে শামের ইমাম, ফকীহ ও আলেম আউযায়ীর মত এবং এটিই ইনশাআল্লাহ নিকটবর্তী মত।”

পরিশেষে বলেনঃ শবে বরাতের ব্যাপারে ইমাম আহমাদের কোন মত জানা যায় না, তবে এ রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে দুটি বর্ণনা নকল করা হয়ঃ তাঁর দুই বর্ণনার মধ্যে উভয় ঈদের রাত্রি যাপন রয়েছে। একটি বর্ণনা রয়েছে তাতে দলবদ্ধভাবে রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাব

নয়, কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা থেকে তা নকল করা হয়নি।

অন্য বর্ণনায় তিনি উক্ত রাত্রি জাগরণকে মুস্তাহাব বলেছেন, কেননা তা আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ পালন করেছেন আর তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং অনুরূপভাবে শবে বরাত উদযাপনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা থেকে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে আহলে শামের বিশেষ কতিপয় ফকীহ তাবেয়ীদের একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে। ” (উপরোক্ত বক্তব্য হাফেয ইবনে রজবের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

হাফেয ইবনে রজব রাহেমাহুল্লাহর কথার উদ্দেশ্য এখানে শেষ।

তার বক্তব্যে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে যে শবে বরাত উপলক্ষে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ থেকে কোন কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। আর আউযায়ী রাহেমাহুল্লাহর একক ভাবে শবে বরাত উদযাপনের বৈধতার রায় দেয়া এবং উক্ত রায় হাফেজ ইবনে রজবের ইখতিয়ার করা একটি দুর্বল ও অভিনব ব্যাপার। কেননা যে সব জিনিস শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত নয় তা মুসলমানের জন্য আলাহর দ্বীনে আবিস্কার করা জায়েয নয়, চাই তা একক ভাবে বা জামাতবদ্ধভাবে কিংবা চাই তা গোপন বা প্রকাশ্যে

আঞ্জাম দেয়া হোক না কেন। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ব্যপকার্থে যেমন: “যে ব্যক্তি এমন এক আমল করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম)

এটি ছাড়াও বিদয়াত পরিত্যাগ ও তা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে।

ইমাম আবূ বকর ত্বারতুশী রাহেমাহুল্লাহ তার “আল হাওয়াদেস ওয়াল বিদায়া” কিতাবে যা বলেন তা নিম্নরূপ: “ইবনে অজ্জাহ যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা আমাদের কোন শায়খ ও আমাদের কোন ফকীহকে শবে বরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি এবং তাঁরা মাকহুলের কথাকে কোন মূল্য দেননি, এমনকি শবে বরাতের অন্যান্য আমলের উপর কোন ফজীলত আছে বলে মনে করেন না।”

ইবনে আবী মুলাইকা কে বলা হয়েছিল যে যিয়াদ নুমাইরী বলে যে, শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলতের সমান। তা শুনে তিনি বলেন: আমি যদি তাকে বলতে শুনতাম আর আমার হাতে লাঠি থাকতো তবে অবশ্যই তাকে প্রহার করতাম। আর যিয়াদ ছিল একজন গল্পবাজ। এ ব্যাপারে কথা শেষ।

আল্লামা শাওকানী রাহেমাহুল্লাহু “আল ফাওয়াইদ আলমাজমূয়াহ” কিতাবে বলেন; যার বক্তব্য নিম্নরূপঃ হাদীস

"হে আলী যে ব্যক্তি শবে বরাতে একশত রাকআত নামায আদায় করল আর তার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও "কুলহুআল্লাহু আহাদ" দশবার করে পড়ল আল্লাহ তার যাবতীয় প্রয়োজন অবশ্যই পর্ণ করবেন ..."। হাদীসটি মওযু বা জাল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত শব্দ সমূহে উক্ত ইবাদতকারীর যে সওয়াব হাসিলের উল্লেখ রয়েছে তাতে কোন ভাল মন্দের তারতম্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণিত হাদীসটি মউযু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তার রাবীগণও মাজহুল (অজ্ঞাত) আর তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সূত্রই মুউযু বা জাল এবং রাবীগণ মাজহুল। আর তিনি "আল মুখতাসার" কিতাবে বলেন: শবে বরাতের নামাযের হাদীস বাতিল। আর ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় আলীর হাদীস: "শবে বরাত আসলে তোমরা তার রাত জাগরণ কর (ইবাদতে লিপ্ত থাক) এবং দিনে রোযা রাখ" (বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ) বর্ণনাটি যঈফ (দূর্বল) এবং তিনি "আললায়ালি" কিতাবে বলেন: শবে বরাতে প্রতি রাকাতে দশবার "কুলহু আলাহু আহাদ" সহ একশত রাকায়াত... এর বড় ফযীলত থাকা সত্বেও দলাইমী ও অন্যান্যদের মতে মউযু বা জাল এবং উক্ত হাদীসের তিনটি সূত্রেরই অধিকাংশ রাবী মাজহুল ও যঈফ। তিনি বলেন: "বার রাকায়াত ত্রিশবার "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সহ আদায়ের হাদীসটি মউযু"। "১৪ রাকআত এর হাদীসটিও মউযু"।

এই হাদীসের মাধ্যমে ফকীহদের এক জামায়াত আকৃষ্ট হয়েছেন যেমন “আল ইহয়া” এর লিখক ও অন্যরা, অনুরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন মুফাস্‌সিরীনে কিরামের কতিপয়। অবশ্য শবে বরাত উপলক্ষে বিভিন্ন ইলাকায় যে নামায প্রচলিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাতিল-মউযু এবং এটি তিরমিযার বর্ণনার আয়েশার হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাকীতে (গোরস্থান) যাওয়া, শবে বরাতের রাতে প্রতিপালকের পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা এবং তিনি কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশী লোকের গোনাহ মাফ করবেন এর খেলাফ নয় বরং কথা হলো এই রাতের মনগড়া নামাযের ক্ষেত্রে আয়েশার এই হাদীসও যঈফ ও তাতে ইনকেতা (রাবীর ধারাবাহিকতাহীন) রয়েছে। অনুরূপ শবে বরাতের কিয়ামের ব্যাপারে আলীর হাদীস যা ইতি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, তার মধ্যে দুর্বলতা থাকার ভিত্তিতে এই নামায মনগড়া বা জাল হওয়ার খেলাফ নয়, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি...।

হাফেজ ঈরাকী বলেনঃ শবে বরাতের নামাযের হাদীসে রাসূলুল্লাহর উপর জাল ও তার প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

ইমাম নওয়াভী “মাজমু” কিতাবে বলেনঃ সালাতুর রাগাইব নামে প্রসিদ্ধ নামায, (আর তা হলোঃ রজব মাসের প্রথম জুময়ার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝে বার রাকাত

বিশিষ্ট নামায) এবং শবে বরাতের একশত রাকায়াত বিশিষ্ট নামায, দুটি নিকৃষ্টতম বিদয়াত।

এই দুই নামাযের বর্ণনা "কতুল কুলূব" ও "ইহয়াউ উলমিদ্দীন" গ্রন্থদ্বয়ে থাকায় এবং এ ক্ষেত্রে বর্ণিত (দুর্বল ও জাল) হাদীস থাকায় আকৃষ্ট হওয়া যাবে না, কেননা তা সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। অনুরূপ কতিপয় আলেম যাদের উক্ত দুই নামাযের বিধানের ক্ষেত্রে মতিভ্রম হওয়াই এর মুস্তাহাবের ব্যাপারে কলম ধরে, তাতেও আকৃষ্ট হওয়া যাবে না কেননা তারা এ বিষয়ে ভুলকারী।

শায়খ ইমাম আব মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আল মাক্বদেসী উক্ত দুই নামাযের বৈধতা খন্ডনে অতি চমৎকার ও উত্তম একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছেন। এই মাসয়ালার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অনেক রয়েছে। তাদের যে সমস্ত বক্তব্য এই মাসয়ালা সম্পর্কে জেনেছি তা যদি সমস্ত বর্ণনা করতে যাই তবে আমাদের কথা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। যা আমরা বর্ণনা করলাম তা সত্যান্বেষীর জন্য আশা করি নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট হবে।

যে সমস্ত আয়াত, হাদীস ও উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অতিবাহিত হলো, সত্যান্বেষীর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় শবে বরাতে নামায ও এ দিনে বিশেষ করে রোযা রাখা বা অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের নিকট নিকৃষ্টতম বিদয়াত। পত-পবিত্র শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই বরং তা ইসলামের মধ্যে

সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর পরবর্তী যুগে আবিস্কৃত হয়েছে।

অতএব এ বিষয়ে এবং এ ধরনের অন্য মাসয়ালায় সত্যান্বেষীর জন্য আল্লাহ্ তায়ালার বাণী:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾

"(আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম)" (মায়িদা:৩) ও এ ধরনের আয়াতসমূহ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "যে আমাদের এ দ্বীনে কোন নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্ত্র্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত"। (বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য) এবং এ বিষয়ে যে সমস্ হাদীস এসেছে তা যথেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে আব হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা জুময়ার রাত্রিকে অন্যান্য রাতের মধ্যে কিয়ামের জন্য (রাত্রি জাগরণের জন্য) নির্ধারণ করো না, অনুরূপ ভাবে অন্যান্য দিনের মধ্যে জুময়ার দিনকে রোযার জন্য নির্ধারণ করো না, তবে তোমাদের কারো কোন নির্দিষ্ট রোযা উক্ত দিনে পতিত হয় তা ভিন্ন ব্যাপার।"

অতএব, কোন ইবাদতের জন্যে যদি কোন রাত্রিকে (সহীহ দলীল ব্যতীত) নির্ধারণ করা জায়েয থাকত তবে জুমআর রাত অবশ্যই অন্যান্য রাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত, কেননা জুমার দিন সূর্য উদিত হওয়া দিনের সর্বোত্তম দিন। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত

হয়েছে। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য রাত্রির মধ্যে জুময়ার রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন, এ থেকে বুঝা যায় যে জুময়ার রাত ব্যতীত অন্যান্য রাতকে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করা তো অবশ্যই নিষেধের আওতায়।

অতএব,শবে বরাতকে সহীহ দলীল ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে শবে ক্বদর ও রমাযানের রাত্রি সমূহ ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের বৈধতা রয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন এবং উম্মাতকে উক্ত রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে তা পালন করেছেন যেমন বুখারী-মুসলিমে রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে রমাযানের রাত্রি যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন। (বুখারী- মুসলিম, সুনানে আরবায়াহ) এবং" যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদর (শবে কদর) যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন"। (বুখারী)

তবে শবে বরাত, রজব মাসের প্রথম জুময়া ও শবে মিরাজ যদি কোন আনুষ্ঠানিকতা বা কোন ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা শরীয়ত সম্মত হতো তবে নাবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তার নির্দেশনা দিতেন বা নিজে পালন করতেন; আর তিনি যদি তা পালন করতেন

তবে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম অবশ্যই তা উম্মতদের প্রতি বর্ণনা করতেন এবং এ গুলি তাঁরা গোপন করতেন না। তাঁরা হলেন নাবীদের পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের প্রতি রাজী হোন এবং তাদেরকে রাজী করেন।

বিগত আলোচনার প্ররিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে রজব মাসের প্রথম জুময়ার রাত্রি ও শবে বরাতের ফজীলতের ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত নেই। অতএব, জানা গেল এগুলি উদ্‌যাপন করা ইসলামের নামে নবাবিস্কৃত বা বিদয়াত। অনুরূপ কোন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে উভয় রাত্রিকে নির্দিষ্ট করাও জঘন্যতম বিদয়াত।

অনুরূপ ২৭শে রজবের রাত্রি সম্পর্কে কতিপয় লোকের ধারণা যে এটি মিরাজের রাত। উপরোল্লেখিত প্রমাণ-পঞ্জির আলোকে উক্ত রাত্রিকে কোন ইবাদতে নির্দিষ্ট করা এবং অনুষ্ঠান পালন করা না জায়েয, যদিও এর তারিখ জানা যেত। কিন্তু ওলামায়ে কিরামের মতের ভিত্তিতে সহীহ কথা হলো যে, শবে মিরাজের তারিখ অজ্ঞাত, আর যে ব্যক্তি বলে যে মিরাজ ২৭শে রজব, তার কথা বাতিল ও সহীহ হাদীস সমূহে এর কোন ভিত্তি নেই।

এ সম্পর্কে জনৈক মনীষী কতইনা চমৎকার বলেছেন:

وخير الأمور السالفات على الهدى

وشر الأمور المحدثات البدائع

সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়াতের উপর ভিত্তি হলো সালাফে সালেহীনের ত্বরীকা, আর যাবতীয় কাজের সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো নবাবিস্কৃত বা বিদয়াত সমূহ।

আল্লাহর নিকট প্রর্থানা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও সমস্ মুসলামানকে সুন্নাতে রাসূল মজবুতভাবে ধারন করার ও তার প্রতি অটল থাকার এবং সুন্নাত পরিপন্থী বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন, তিনিই তো পরম দাতা - দয়ালু।

আল্লাহ তার বান্দা ও রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ সাহাবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

চতুর্থ প্রবন্ধ

মসজিদে নববীর কথিত খাদেম শায়খ আহমাদের কাল্পনিক স্বপ্নের অপনোদন

আলোচ্য রিসালাটি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের পক্ষ থেকে যারা এ বিষয়ে অবগত হয়েছেন তাদের নিকট "আল্লাহ তাদের দ্বীনকে হেফাজত করুন এবং তিনি আমাদের ও বিশেষ করে তাদেরকে অজ্ঞতা ও হীন মানষিকতার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।" আমীন।

সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মসজিদে নববা শরীফের কথিত খাদেম শায়খ আহমাদের দিকে সম্পর্কিত, "এটি মদীনা মোনাওয়ারা থেকে মসজিদে নববা শরীফের খাদেম শায়খ আহমাদের পক্ষ থেকে একটি অসীয়ত নামা" শিরোনামে একটি লিফলেট সম্পর্কে অবহিত হই।

অসীয়ত নামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সে উক্ত অসীয়ত নামায় বলেঃ আমি জুময়ার রাত্রীতে জাগ্রত অবস্থায় কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করছিলাম এবং আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ তেলাওয়াত শেষ করে যখন ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এমতাবস্থায় নয়ন জুড়ানো সুদর্শনের মর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নেতা, কুরআনের আয়াত ও শরীয়তের

বিধি-বিধান সহ সমস্ জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ এসেছিলেন।

তারপর তিনি বলেন: ওহে শায়খ আহমাদ! আমি বললাম: লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, হে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: আমি মানুষের অপকর্মে দারুণ লজ্জিত, আমি আমার প্রতিপালক ও ফিরিশ্তাদের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করতে পারব না। কেননা এক জুময়া থেকে দ্বিতীয় জুময়া পর্যন্ এক লক্ষ ষাট হাজার লোক বেদ্বীন হয়ে মারা গেছে। অতঃপর মানুষ যে সমস্ পাপে নিপতিত তার কতিপয় তিনি বর্ণনা করেন, তার পর বলেন: তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এটি একটি অসীয়তনামা। অতঃপর তিনি কিয়ামতের কতিপয় আলামত (লক্ষণ) বর্ণনা করেন... এভাবে আরো কিছু বর্ণনার পর বলেন: ওহে শায়খ আহমাদ! তাদেরকে এই অসীয়ত সম্পর্কে জানিয়ে দাও, কেননা এটি লাওহে মাহফূজ থেকে ভাগ্যলিপি স্বরূপ বর্ণিত। আর যে ব্যক্তি এই অসীয়ত নামা ছাপাবে এবং তা এক দেশ থেকে অন্য দেশ ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠাবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরী করা হবে। আর যে তা ছাপিয়ে প্রচার করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হারাম। যে ব্যক্তি তা ছাপাবে, যদি সে ফকীর হয় আল্লাহ তাকে ধনী করবেন অথবা যদি ঋণগ্রস্থ হয় আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন অথবা যদি তার গুনাহ থাকে তবে আল্লাহ এই অসীয়তের বরকতে তাকে ও তার

পিতামাতাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহর যে বান্দা তা ছাপাবে না দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে।

তারপর সে বলল: আল্লাহ আকবার (তিনবার) এটি সত্য ঘটনা, আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে দুনিয়া থেকে আমি বেদ্বীন হয়ে বিদায় হব। আর যে এটি সত্য মনে করবে সে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি পাবে আর যে তা মিথ্যা মনে করবে সে কুফরী করবে। এই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপপূর্ণ অসীয়ত-নামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভ্রান্ অসীয়ত নামার জবাব

আমরা এই মিথ্যা অসিয়ত কয়েক বছর থেকে অনেকবার শুনেছি যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন সময় বিভন্ন ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যার বক্তব্যের মাঝে রয়েছে গড়মিল যেমন, অসীয়ত নামার মিথ্যাবাদী অসিয়তকারী বলে: সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিদ্রায় দেখেছে, অতঃপর তিনি তাকে এই অসীয়ত নামা প্রদান করেন। আর এই অসীয়তনামার সর্ব শেষ এই লিফলেটে রয়েছে যার বর্ণনা আপনাদের নিকট দিয়েছি, তাতে মিথ্যাবাদী ধারনা করে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে যখন নিদ্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঘুমের মধ্যে নয়, অতএব, অর্থ দাঁড়াল সে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে।

এই অসীয়তের ব্যাপারে এই মিথ্যারোপকারী বহু ধরনের অবান্তর ধারনা করে যা স্পষ্ট মিথ্যা ও বাতিল, আর সে সম্পর্কে আমি ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বর বর্ণনা করব।

আমি এর মিথ্যা ও ভ্রান্তা সম্পর্কে বিগত বছরগুলিতে লোকদেরকে সতর্ক করেছি। অতঃপর আমি যখন এই সর্বশেষ লিফলেট সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন আমার খটকা জাগল যে এ ব্যাপারে কিছু লিখব কিনা? কেননা এর অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতা এবং মিথ্যার উপর মিথ্যারোপ কারীর অসীম দু:সাহস প্রকাশ্য। আমি ভাবতেও পারিনি যে এর মাতলামীটি যার সামান্যতম অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক স্বাভাবিক জ্ঞান রয়েছে তাদের নিকট প্রশ্রয় লাভ করবে, কিন্তু অনেক ভাই আমাকে অবহিত করেছেন যে এই ঘটনা অধিকাংশ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করছে ও তাদের পরস্পরের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ সত্যও মনে করছে।

এসব কারণে আমি দেখলাম যে, বিষয়টির ভ্রান্তা প্রকাশ করার জন্য আমার লিখা পয়োজন। আর এটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যারোপও বটে, তাই এ ব্যাপারে কেউ যেন ধোকায় না পড়ে। আর জ্ঞানী, ঈমানদার সঠিক বিবেক সম্পন্ন ও স্বচ্ছ প্রকৃত স্বভাবের লোক এ ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে এটি অনেক কারণেই মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমি শায়খ আহমাদ তথা এ মিথ্যাচার যার দিকে উদ্ধৃত করা হয় তার কতিপয় আত্মীয়-স্বজনকে এই অসীয়তের

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয় যে এটি অবশ্যই শায়খ আহমাদের উপর মিথ্যারোপ। তিনি কখনও তা বলেননি। আর উল্লেখিত শায়খ আহমাদ অনেক দিন পূর্বে ইন্তিকাল করেন। যদিও আমরা মেনে নেই যে উল্লেখিত শায়খ আহমাদ বা তার চেয়ে বড় কেউ, তার ব্যাপারে ধারনা করা হয় যে তিনি নিদ্রায় বা জাগ্রত অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং তাকে এই অসীয়ত করেছেন, তবুও আমরা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করব যে, **এটি মিথ্যা বা তাকে তা শয়তানেই বলেছে এবং তিনি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন না তারও বহু কারণ রয়েছে**। যথা:

প্রথম কারণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের পর জাগ্রত অবস্থায় অবশ্যই দেখা সম্ভব নয় । আর যে সূফীবাদের অজ্ঞতা বশতঃ মনে করবে যে সে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে অথবা তিনি মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন বা এ ধরনের অন্য কিছু তবে সে বড় ধরনের ভুলের মধ্যে পতিত। তার নিকট সত্য একেবারে বিকৃত। এবং সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং উলামাদের ইজমার বিরোধিতা করল। কেননা মৃত ব্যক্তিরা একমাত্র কিয়ামতের দিনই তাদের কবর থেকে বের হবে। পৃথিবীতে তার পূর্বে আর বের হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ﴾

"তারপর তোমরা অবশ্যই মরবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে।" (মুমিনূন:১৫-১৬)

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা খবর দিয়েছেন যে, মৃতদের পুনরুত্থান হবে কিয়ামতের দিন, পৃথিবীতে নয়। আর যে এর ব্যতিক্রম বলবে সে ডাহা মিথ্যাবাদী বা ভুলের মধ্যে নিপতিত বা তার মতিভ্রম হয়েছে। সে এই সত্যকে বুঝতে অক্ষম যা সালাফে সালেহীন বুঝেছেন এবং যার উপর রাসূলের সাহবীগণ ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীগণ চলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জিবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর হক্ব বা সত্যের বিপরীত কখনও বলেননি আর এই অসীয়ত-নামা নানা কারণে তাঁর শরীয়তের স্পষ্ট ও সরাসরি বিরোধী। যেমন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনও কখনও স্বপ্নে দেখা যায়, আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁর আকৃতি মুবারক দেখল সে যেন তাঁকেই দেখল । কেননা শয়তান তাঁর আকৃতি ধারন করতে পারে না, যেমনটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হলো এ মর্যাদা অর্জন নির্ভর করে যে স্বপ্ন দেখবে তার ঈমান, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্মৃতিশক্তি, দ্বীনদারী, ও আমানতদারীর উপর। আর সে নাবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আকৃতিতে দেখল? নাকি (তাঁর নামে) অন্য আকৃতি দেখল?

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যদি কোন হাদীস যা তিনি তাঁর জিবদ্দশায় বলেছেন, এমন কোন

অনির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ ও স্মৃতিধর নয় এমন সূত্র থেকে বর্ণনা হয় তবে তার উপর নির্ভর করা যায় না এবং তা দ্বারা দলীলও গ্রহণ করা যাবে না। অথবা কোন হাদীস যদি নির্ভর যোগ্য ও স্মৃতিধর সূত্র থেকে বর্ণিত হয় কিন্তু তা তাঁদের চেয়ে বেশী স্মৃতিধর ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত, আর উভয় বর্ণনার একত্রিকরণ যদি সম্ভব না হয় তবে দুটির মধ্যে একটি হবে মানসখ যার উপর আমল করা যাবে না, দ্বিতীয়টি হবে নাসেখ (রহিতকারী) যার প্রতি তার শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় এবং একত্রিকরণও সম্ভব না হয় তবে যে বর্ণনাটি তুলনা মূলক কম স্মৃতি সম্পন্ন ও কম ন্যায়পরায়ণ তা বর্জন করা হবে। আর তার বিপরীতের উপর হুকুম হবে কেননা শায, যার প্রতি আমল করা যাবে না।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনাকৃত ঐ অসীয়তের ব্যাপারে কি হতে পারে, যার অসীয়তকারী অজ্ঞাত এবং ন্যায়পরায়ণতা ও আমানতদারীও অজ্ঞাত..., নিশ্চয় তা বর্জনীয় এবং তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না যদিও তাতে শরীয়ত বহির্ভুত কোন কিছু না থাকে, আর যে অসীয়ত নামা এমন কতগুলি অলীক বিষয় সম্বলিত যা তার ভ্রান্তা প্রমাণ করে এবং প্রমাণ করে যে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ এবং আল্লাহ তায়ালা যে শরীয়তের অনুমতি দেননি তার অন্তর্ভুক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি এমন কিছু বলল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।”[১]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেননি এই অসীয়তের মিথ্যা রটনাকারী তাঁর নামে তাই রটনা করেছে এবং তাঁর প্রতি স্পষ্ট মারাত্মক মিথ্যারোপ করেছে। অতএব, সে যদি তা থেকে তওবা না করে এবং মানুষের মাঝে এই অসীয়তের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে মিথ্যারোপ করা হয়েছে তা প্রকাশ না করে তবে তার প্রতি উক্ত কঠোরতা ও হুশিয়ারী যথাযথ ও উপযোগী বটে। কেননা যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে কোন বাতিল কিছু প্রচার করল এবং তা দ্বীনের দিকে সম্পৃক্ত করল তবে তার তাওবার ঘোষণা ও প্রচার ব্যতীত সে তওবা কবল হবে না, লোকেরা যেন এর ফলে তার নিজের মিথ্যারোপ করা থেকে প্রত্যাবর্তনের খবর জানতে পারে।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

---

১ . হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে যেমনঃ যে ব্যক্তি ইচছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী - মসলিম এবং এটি ইমাম আহমাদ, তিরমিযা, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর তা প্রত্যেক সূত্রেই বিশুদ্ধ।

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيْ الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُوْلَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.﴾

"নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লানত (অভিশাপ) দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেন। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে (যা গোপন করেছিল) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তওবা আমি কবূল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" (বাকারা:১৫৯-১৬০)

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সত্যের সামান্যতম গোপন করবে তা সংশোধন ও প্রকাশ করা ব্যতীত তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার জন্য দ্বীন কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ শরীয়তের অহীর মাধ্যেমে নিয়ামত সমহ সুসম্পর্ণ ও প্রকাশের পর্বে পৃথিবী থেকে তাঁকে উঠিয়ে নেননি, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম।"(মায়িদা:৩)

এই অসীয়তের মি্যথ্যারোপকারী ১৪শত হিজরী শতাব্দীতে এসে চায় যে দ্বীনের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং তাদের জন্য এক নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করবে, যে তার শরীয়ত মত চলবে তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত এবং যে তার শরীয়ত গ্রহণ করবে না সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত। সে এই বানোয়াট অসীয়তকে কুরআনের চেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। সে অসীয়তের মধ্যে মিথ্যা বানিয়েছে যে, "যে ব্যক্তি তা ছাপাবে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশ এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছাবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে, আর যে তা ছাপিয়ে বিতরণ করল না সে কিয়ামতের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে" এ হলো সব চেয়ে জঘন্য মিথ্যা। এবং এই অসীয়ত মিথ্যা হওয়ার এবং অসীয়তকারার নির্লজ্জ ও মিথ্যার উপর তার অসীম দু:সাহসের জলন্ত প্রমাণ। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ছাপাল ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিতরণ করল সে ব্যক্তি এই ফযালতের অধিকারী হবে না যদি সে কুরআন শরীফের উপর আমল না করে। অতএব, এই মিথ্যার প্রকাশক ও একদেশ থেকে অন্য

দেশ এর প্রচারক কিভাবে এই ফযালত অর্জন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন ছাপাল না ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠাল না কিন্তু যদি এর প্রতি ঈমানদার হয়, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়তের অনুসারী হয় তবে তাঁর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে না। আর এই মিথ্যাটি আলোচ্য অসীয়তনামা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং তার প্রকাশকের মিথ্যা, নির্লজ্জ, নির্বোধ ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত হিদায়েতের জ্ঞান ও আলো থেকে দরে এ কথা বুঝার জন্য যথেষ্ট।

এই অসীয়ত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যতীত আরো যা কিছু রয়েছে সবগুলিই তার ভ্রান্তা ও মিথ্যাই প্রমাণ করে যদিও মিথ্যাবাদী অসীয়তকারী এ সত্যতা প্রমাণের জন্য হাজার বা ততোধিকও শপথ করে এবং নিজের জন্য সবচেয়ে বড় আযাব ও কঠিণ শাস্তির বদদোয়া করে যে সে তার অসীয়তের ব্যাপারে সত্য তবুও তা সত্য ও বিশুদ্ধ হবে না। বরং আল্লাহর শপথ, অতঃপর আল্লাহর শপথ এটি বড় ধরনের মিথ্যা ও জঘন্যতম ভ্রান্তি।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে এবং যে সমস্ত ফেরেশ্তা আমাদের নিকট উপস্থিত ও মুসলমানদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে অবগত তাদেরকে সাক্ষী রাখলাম এবং তা নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবো যে নিশ্চয় এই অসীয়ত-নামা মিথ্যা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ। আল্লাহ এর মিথ্যাবাদীকে লাঞ্ছিত করুন এবং তাকে যেন তার উপযুক্ত শাস্তি দেন।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়া আরো অনেক বিষয় আলোচ্য অসীয়তনামা মিথ্যা ও ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করে যেমন:

১। আলোচ্য অসীয়তের মধ্যে তার বক্তব্য হলো:

"এক জুময়া থেকে অন্য জুময়ার মধ্যে ১লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ বেদ্বীন হয়ে মারা গেছে"। এটি ইলমে গায়েবের (অদৃশ্য খবরের) অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর মৃত্যুর পর অহীও বন্ধ হয়ে গেছে, আর তিনি তাঁর জিবদ্দশায় ইলমে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানতেন না সুতরাং কিভাবে তাঁর মৃত্যুর পর (গায়েব) জানা সম্ভব। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾

"বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে আর আমি অদৃশ্য সম্বন্ধেও অবগত নই"। (সূরা: আনয়াম:৫০)

তিনি আরও বলেন:

﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾

"বল! আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (নাহল:৬৫)

আর সহীহ হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কিছু লোককে আমার হাওয (কাউসার) থেকে কিয়ামতের দিন তাড়িয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলব: হে আমার প্রতিপালক! "তারা আমার উম্মত, তারা আমার উম্মত", অতঃপর আমাকে বলা হবে: তুমি অবশ্যই জান না তোমার (মৃত্যুর)পর তারা কত কি (তোমার শরীয়তে) আবিস্কার করেছে, অতঃপর আমি ঐ কথাই বলব যা সৎ বান্দা (ঈসা আলাইহিস সালাম) বলেছেন (আর তা হলো)

﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ﴾

"আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।" (মায়িদা:১১৭)

২। আলোচ্য অসীয়তনামা ভ্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ যে সেটি একটি ডাহা মিথ্যা:

সে তার অসীয়তে বলে: "যে ব্যক্তি এটি ছাপাল যদি সে দরিদ্র হয় তাকে আলাহ ধনী করে দিবেন, অথবা যদি ঋণ- গ্রস্থ হয় তবে আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন অথবা তার যদি কোন গুনাহ থাকে তবে আল্লাহ তাকে ও তার পিতামাতাকে এই অসীয়তের বরকতে ক্ষমা করে দিবেন"।

এটি একটি ডাহা মিথ্যা, মিথ্যাবাদী অসীয়ত কারীর মিথ্যার ব্যাপারে এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দা থেকে লজ্জাহীন হওয়ার ব্যাপারে এটি স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা উল্লেখিত তিনটি বস্তু, কেবল কুরআন মাজীদ শুধু ছাপালেও অর্জিত হবে না তাহলে যে ব্যক্তি এই ভ্রান্ত অসীয়ত নামা ছাপাবে সে কিভাবে তা অর্জন করতে পারে?

অবশ্য এই খবীস আলোচ্য অসীয়তের মাধ্যমে মানুষকে ধোকায় ফেলে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় শরীয়ত সম্মত পন্থা পরিহার করত: এটিকে ধনী হওয়া এবং ঋণ পরিশোধ ও গুনাহ মাফের একমাত্র পন্থা বানাতে চায়।

সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তিনি যেন লাঞ্চনার পথ এবং প্রবৃত্তি ও শয়ত্বানের অনুসরণ থেকে পরিত্রাণ দান করেন।

৩। আলোচ্য অসীয়ত নামা ভ্রান্ত হওয়ার তৃতীয় প্রমাণ:

অসীয়তে তার বক্তব্য হলো: “আল্লাহর যে বান্দা এটি না ছাপাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে” ।

এটি একটি নিছক মিথ্যা এবং উক্ত অসীয়ত-নামা ভ্রান্ত ও অসীয়তকারার মিথ্যা হওয়ার জলন্ত প্রমাণ। জ্ঞানীর জ্ঞান কিভাবে তা মেনে নিতে পারে যে , যে ব্যক্তি এই অসীয়ত না ছাপাল যা ১৪শত হিজরীর এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বর্ণনা করেছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং ধারনা করে যে, যে ব্যক্তি উক্ত অসীয়ত নামা না ছাপাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার চেহারা কাল হয়ে যাবে আর যে ছাপাবে সে দরিদ্র থেকে ধনীতে পরিণত হবে, ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাবে এবং সে যে সমস্ত গুনাহ করেছে তা থেকে ক্ষমা পাবে, “সুবহানাল্লাহ” এটি বড় ধরনের অপবাদ।

দলীলসমূহ এবং বাস্তবতা উভয়ে এই মিথ্যারোপকারীর মিথ্যুক, তার আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপের বড় দু:সাহস এবং আল্লাহ ও মানুষ থেকে তার নির্লজ্জতারই প্রমাণ বহন করে। লক্ষণায় যে, অধিকাংশ লোক এই অসীয়তনামা ছাপায়নি তবুও তাদের চেহারা কাল হয়নি। আবার এত বড় অংকের লোক পাওয়া যাবে যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন যারা এই অসায়ত কতবার ছাপিয়েছে কিন্তু তাদের ঋণ পরিশোধ হয়নি এবং এখনো দরিদ্রই রয়ে গেছে। সুতরাং

আমরা আল্লাহর নিকট অন্তরের বক্রতা, পাপাচারের মরিচা এবং উল্লেখিত গুণাবলি ও ফলাফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা পবিত্র শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ যে ব্যক্তি সর্বোত্তম মহা গ্রন্থ আল কুরআন ছাপাবে সে উক্ত ফজীলতের অধিকারী হবে না আর কি ভাবে কুফরী বাতিল ভ্রান্তায় ভরপুর মিথ্যা অসীয়ত নামা ছাপালে উক্ত ফজীলতের অধিকারী হবে? সুবহানাল্লাহ!! আশ্চার্য ব্যাপার, মিথ্যার উপর কত বড় দু:সাহসীকতা প্রকাশ করেছে সে।

৪। আলোচ্য অসীয়তনামা সবচেয়ে বড় ভ্রান্ত ও ডাহা মিথ্যার চতুর্থ প্রমাণঃ

উক্ত অসীয়তে তার বক্তব্য হলো: "যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করবে সে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে আর যে মিথ্যা মনে করবে সে কুফরী করবে"।

এটি তার মিথ্যার উপর আরো বড় দু:সাহস ও জঘন্যতম ভ্রান্তের পরিচায়ক। এই মিথ্যাবাদী (এর মাধ্যমে) সমস্ত মানুষকে আহবান জানায় যেন তারা তার এই মিথ্যাকে বিশ্বাস করে, আর সে ধারনা করে যে তারা এর মাধ্যমেই জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং যে তা মিথ্যা মনে করবে, সে কুফরী করবে।

মারাত্মক কথা! আল্লাহর শপথ এই ডাহা মিথ্যাবাদী আল্লাহর উপর বড় অপবাদ দানকারী, আর আল্লাহর শপথ সে অসত্য বলেছে বরং যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করবে অবশ্য সেই

কাফের হবে বরং যে তা মিথ্যা মনে করবে সে নয়। কেননা এটি একটি অপবাদ, ভ্রান্, মিথ্যা যার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোন ভিত্তি নেই, আর আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রাখি যে তা নিশ্চয় মিথ্যা এবং তার অপবাদ দাতা ডাহা মিথ্যুক। আল্লাহ যে শরীয়তের অনুমতি দেননি তা মানুষের জন্য প্রবর্তণ করতে এবং তাদের দ্বীনের মধ্যে যা তার অন্র্ভুক্ত নয় এমন কিছু ঢুকিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তো দ্বীনকে এই উম্মতের জন্য এই অপবাদ প্রবর্তণের ১৪শত বছর পর্বেই সুসম্পর্ণ করেছেন।

সুতরাং পাঠক ভ্রাতৃমন্ডলী সাবধান! এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করা থেকে এবং নিজেদের মধ্যে প্রচার হওয়া থেকে সাবধান হোন। আর সত্য হলো আলোক বর্তিকা স্বরূপ, এর অন্বেষণকারী ধোকায় নিপতিত হয় না। অতএব, প্রকৃত সত্যকে প্রমাণ ভিত্তিক অন্বেষণ করুন যা কিছু জটিলতা সৃষ্টি করে তা প্রকৃত আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিন। বড় মিথ্যাবাদীদের শপথের কারণে ধোকায় নিপতিত হবেন না। কেননা অভিশপ্ত ইবলিশ আপনাদের পিতা-মাতাকে (আদম- হাওয়া) শপথ করে বলেছিল যে, সে তাদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী, অথচ সে সবচেয়ে বড় খিয়ানতকারী এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যুক। যেমন আল্লাহ তার সম্পর্কে সরা আরাফে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيْنَ﴾

"সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।" (আরাফ:২১)

অতএব, তার থেকে সতর্ক হোন এবং মিথ্যাবাদীর অনুসারীদেরকেও সতর্ক করুন তাদের নিকটে রয়েছে (নিরিহ মানুষকে) ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য কত মিথ্যা শপথ, কত ধোকায় নিপতিত করার অঙ্গীকার, এবং কত মুখরোচক বাণী।

আল্লাহ আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে শয়ত্বানের অনিষ্ট পথভ্রষ্টকারীদের ফিতনা, কুচক্রীদের চক্র এবং বাতিল পন্থীদের ধোকা থেকে রক্ষা করুন। যারা চায় আল্লাহর নর বা জ্যোতিকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে এবং লোকদের মধ্যে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করতে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ তাঁর নরকে পরিপূর্ণতা দানকারী এবং তাঁর দ্বীনকে সাহায্যকারী যদিও তা শয়ত্বানের অন্তর্ভুক্ত ও তার অনুসারী কাফের নাস্তিক আল্লাহর শত্রুরা অপছন্দ করে।

আর এই অপবাদ দানকারী বর্তমানে অন্যায় অশ্লিলতা প্রকাশের ব্যাপারে যা বর্ণনা করেছে তা বাস্তব ব্যাপার। কুরআন শরীফ ও পবিত্র সুন্নাহ এ ব্যাপারে যথাযথ ভাবেই সতর্ক করেছে, আর এ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে হিদায়েত ও পরিপূর্ণতা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন এবং তাদেরকে

সত্যের অনুসরণ ও তার প্রতি সদৃঢ় থাকার এবং সমস্ত গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করার তাওফীক দেন আর তিনিই হলেন তাওবা কবুলকারী দয়ালু এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

আর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে সে যে বর্ণনা দিয়েছে অবশ্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সমূহে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, কিয়ামতের কি কি আলামত বা নিদর্শন দেখা দিবে এবং কুরআন মাজীদও তার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব, এ সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানতে চায় সে হাদীসের কিতাবসমূহে এবং ঈমানদার ওলামায়ে কিরামের সংকলিত গ্রন্থাবলীতে যথাস্থানে পেয়ে যাবে। মানুষের এ ধরনের মিথ্যা এবং ধোকার ও সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আচ্ছন্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ ও তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক, আল্লাহ যিনি সর্বোচ্চ ও মহান তিনি ব্যতীত আমাদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ফিরার কোন শক্তি নেই।

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত